



12468 - রমযান মাসে একজন মুসলমি

প্রশ্ন

রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে আপনারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ককোন উপদেশে পশে করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমযান মাস, যাত কুরআন নাযলি করা হয়ছে মানুষেরে জন্য হদিয়াতস্বরূপ এবং হদিয়াতেরে সুস্পষ্ট নদির্শনাবলী ও সত্য-মথিয়ার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদরে মধ্যযে য়ে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগ্হে) উপস্থতি থাকবে, সে যনে এ মাসটি রোযা থাকে। আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য দনিগুলতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদরে জন্য সহজতা চান; কাঠনিয চান না। তনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনি য়ে তোমাদেরকে নরিদশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাকবরি উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর)। আর যাত তোমরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] এ মহান মাসটি কল্যাণ ও বরকতেরে মটৌসুম, ইবাদত ও আনুগত্যেরে মটৌসুম।

এটি একটি মহান মাস ও সম্মানতি মটৌসুম। এমন এক মাস যাত সেওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরা হয়, পাপকটে জঘন্য ধরা হয়, জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয় এবং জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। য়ে মাসে আল্লাহ পাপী-তাপীদরে তওবা কবুল করে ননে।

আল্লাহ আপনাদেরকে কল্যাণ ও বরকতেরে য়ে মটৌসুমগুলো দয়িছেনে এবং অনুগ্রহ ও অবারতি নয়োমতেরে য়ে উপকরণগুলো আপনাদেরকে বিশিষেভাবে দয়িছেনে এর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। মহান সময়গুলো ও সম্মানতি মটৌসুমগুলোকে আনুগত্যেরে মাধ্যমে এবং গুনাহর কাজ ছড়ে দেয়ার মাধ্যমে কাজে লাগান; ফলে আপনারা দুনিয়ায় উত্তম জীবন ও আখরিতে সুখ লাভ করবেন।

প্রকৃত মুমনিরে কাছে সারা বছরই ইবাদতেরে মটৌসুম। সারা জীবনই নকৌর মটৌসুম। কনিত্ত, রমযান মাসে তার নকে আমল করার হমিমত বহুগুণ বড়ে যায়। তার অন্তর ইবাদতেরে প্রতি বিশি তৎপর হয় ও আল্লাহ অভিমুখী হয়। আমাদের মহান প্রতপালক তাঁর রহম ও করম রোযাদার মুমনি বান্দাদের উপর চলে দনে। এ মহান ক্ষণে তনি তাদেরে সেওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরার এবং নকেকাজেরে বদলায় উপটৌকন ও পুরস্কার অবারতি করার ঘোষণা দয়িছেনে।



গতকালরে সাথে আজকরে কতই না মলি!!

দনিগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছ; যনে কছি মুহূর্তমাত্র। আমরা এক রমযানকে স্বাগত জানালাম, এরপর বদীয় দলিাম। এই তো সামান্য কছিদনিরে ব্যবধানে পুনরায় রমযানকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছি। আমাদের কর্তব্য এই মহান মাসে নকে কাজে অগ্রণী হওয়া। আল্লাহ্ যা কছিতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতরে দনি যা কছি আমাদেরকে আনন্দতি করবে সসেব আমল দিয়ে এই মাসকে ভরপুর করা।

আমরা রমযানরে জন্য কভাবে প্রস্তুত নবি?

রমযানরে জন্য প্রস্তুত নিতি হব, দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার ক্ষত্রে, ফরয আমলগুলো পালন করার ক্ষত্রে, কু-প্রবৃত্তি বা সংশয়মূলক হারাম আমলগুলো পরিত্যাগ করার ক্ষত্রে নজিদেরে ঘটতকি সমালোচনা করার মাধ্যমে।

ব্যক্তি নিজিই নিজি আচরণকে মূল্যায়ন করবে যাতে করে মাহে রমযান ঈমানরে উচ্চ স্তরে অবস্থান করতে পারে। কারণ ঈমান বাড়়ে ও কমে। নকেকাজরে মাধ্যমে বাড়়ে। বদ কাজরে মাধ্যমে কমে। তাই বান্দার সর্বপ্রথম য়ে নকেকাজটি বাস্তবায়ন করা কর্তব্য সটো হচ্ছ- 'ইবাদত বা উপাসনা শুধু আল্লাহ্র জন্য' এটি বাস্তবায়ন করা এবং মনে মনে এ বিশ্বাস পোষণ করা য়ে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। সব ধরণরে ইবাদত বা উপাসনা কেবল আল্লাহ্র জন্য নবিদেন করবে; এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবে না। এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে য়ে, সযে সটো পয়েছে (যটোর শকির হয়ছে) সটো কছিতেই ছুটে যতে না। এবং সযে সটো পায়নি (যটোর শকির হয়নি) সটো সযে কছিতেই পতে না (শকির হত না)। সবকছি তাকদীর অনুযায়ী ঘট়ে।

এ দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার সাথে যা কছি সাংঘর্ষকি আমরা সগেুলো থকে বরিত থাকব। আর তা অর্জতি হব বদিআত ও দ্বীনি ক্ষত্রে অভনিব প্রচলন করা থকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং 'মতিরতা ও বরৈতি' বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা ঈমানদারদের সাথে মতিরতা রাখব এবং কাফরে ও মুনাফকিদরে থকে বরৈতি রক্ষা করব। শত্রুর বরিুদ্ধে মুসলমানদেরে বজিয়ে আমরা খুশি হব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গরে অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নত ও তাঁর পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়়ে রাশদীন-এর সুন্নতরে অনুকরণ করব। সুন্নতকে ভালবাসব এবং যারা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে, সুন্নতরে পক্ষ্যে কথা বলে তাদেরে দশে, বরণ বা নাগরকিত্ব যখনরে হকে না কনে আমরা তাদেরে ভালবাসব।

এরপর নকেকাজ পালন করার ক্ষত্রে আমাদের য়ে কসুর বা ঘটতি রয়ছে সযে ব্যাপারে নিজিরো আত্মসমালোচনা করব। য়েমন- জামাতে নামায় আদায় করা, আল্লাহ্র যকিরি পালন করা, প্রতবিশৌ, আত্মীয়স্বজন ও অন্য মুসলমিরে হক আদায় করা, সালামরে প্রচলন করা, সৎকাজরে আদশে দান, অসৎ কাজরে নষিধে করা, পরস্পর পরস্পরকে হকরে উপর থাকা, এর উপর ধরৈয় ধারণ করা, গুন্যর কাজ না করা, ভাল কাজ করার ব্যাপারে ও তাকদীররে উপর ধরৈয় ধারণ করার ব্যাপারে উপদশে



দয়ো।

এরপর পাপ কাজ ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে নজিদের আত্মসমালোচনা করতে হবে; এগুলোর উপর চলতে থাকা থাকে নজিদেরকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। সটো ছোট পাপ হোক কিংবা বড় পাপ হোক। সটো আল্লাহ কর্তৃক নষিদিধ কছির দকি নজর দয়োর মাধ্যমে দৃষ্টির পাপ হোক, মডিজকি শুনার মাধ্যমে শ্রুতির পাপ হোক, আল্লাহ যাত সন্তুষ্ট নন এমন কোন ক্ষত্রে পদচারণে পাপ হোক, আল্লাহ যাত সন্তুষ্ট নন এমন কছির ধরার পাপ হোক, আল্লাহ যা ভক্ষণ করা হারাম করছেন যমেন- সুদ, ঘুষ কিংবা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ইত্যাদি ভক্ষণ করার পাপ হোক।

আমাদের সামনে যনে থাকে, আল্লাহ তাআলা দিনের বলায় তাঁর হস্ত প্রসারিত করে রাখনে যাত করে রাতে পাপকারী তওবা করতে পারে এবং তিনি রাতে হস্ত প্রসারিত করে রাখনে যাত করে দিনে পাপকারী তওবা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর তোমরা ছুটে আস তোমাদের রবের ক্ষমার দকি ও জান্নাতের দকি; যার বসিত্তি আসমানসমূহ ও যমীনরে মত, যা প্রস্তুত রাখা হয়ছে মুতাকীদরে জন্য। যারা সুদিনে ও দুর্দিনে ব্যয় করে, যারা ক্রোধে সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ মুহসনিদেরকে ভালবাসনে। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলেলে বা নজিদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কে আছে? এবং তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা উপর্যুপরি করতে থাকে না। তাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ; যগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সখোনে তারা স্থায়ী হবে। সংক্রমশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!”[সূরা আল ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নজিদের প্রতি যুলুম করছে- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। নশিচয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেনে। নশিচয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার ৩৯: ৫৩] আল্লাহ আরও বলনে: “আর য়ে কটে কোন মন্দ কাজ করে কিংবা নজিরে প্রতি যুলুম করে; এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।”[সূরা নসি ৪: ১১০]

আমাদের কর্তব্য এ ধরণে আত্মসমালোচনা, তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানো। কারণ “বুধমিন সেই ব্যক্তি য়ে নজিরে সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরে জন্য আমল করে। আর অক্ষম হছে সেই ব্যক্তি য়ে নজিরে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অনেকে অনেকে আশা করে”।

রমযান মাস হছে অর্জন করা ও লাভ করার মাস। বুধমিন ব্যবসায়ী বেশি লাভ করার জন্য মটোসুমগুলকে কাজে লাগায়। সুতরাং আপনারা এ মাসে ইবাদত পালন, বেশি বেশি নামায় আদায়, কুরআন তলোওয়াত করা, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, অন্যরে প্রতি ইহসান করা, দরদিরদেরকে দান করা ইত্যাদি সুযোগকে কাজে লাগান।

রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও; ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও।



সুতরাং আপনাদরে পূর্বসূরদিরে অনুকরণ করে, আপনাদরে নবীর সুন্যাহর অনুসরণ করে আল্লাহর পুণ্যকামী বান্দা হোন; যাতে করে আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, মকবুল আমল নিয়ে রমযানকে বদীয় জানাতে পারি।

জনে রাখুন, রমযান মাস নকৌর মাস:

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন: “এর মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার তারতম্যেরে মধ্যে রয়েছে) রমযান মাসকে অন্য মাসগুলোর উপর মর্যাদা দ্যো এবং রমযান মাসরে শেষে দশরাত্রিকিে অন্য রাত্রিগুলোর মর্যাদা দ্যো।”[যাদুল মাআদ (১/৫৬)]

এ মাসকে অন্য মাসরে উপর চারটি কারণে মর্যাদা দ্যো হয়েছে:

এক.

এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত বছরেরে অন্য রাতগুলোর চ্যে উত্তম। সটে হচ্ছে- লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরেরে রাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আমরা এটি (কুরআন) নাযলি করছে লাইলাতুল ক্বদর; আর আপনাকে কসিে জানাবে ‘লাইলাতুল-ক্বদর’ কী? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাসরে চ্যে উত্তম। সে রাততে ফরিশিতাগণ ও বৃহ (জব্রাইল আঃ) নাযলি হয় তাদরে রবরে নর্দিশেক্রমে সকল বিষয় নিয়ে। শান্তমিয় সে রাত, ফজরেরে আবরিভাব পর্যন্ত।”[সূরা ক্বাদর ৯৭: ১-৫]

তাই এ রাততে ইবাদত করা সহস্র রাত ইবাদত করার চ্যে উত্তম।

দুই.

এ রাততে সর্বশ্রেষ্ট নবীর উপর সর্বতোত্তম কতিব নাযলি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমজান মাস এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযলি করা হয়েছে; মানবজাতরি জন্য হদিয়াতেরে উৎস, হদিয়াত ও সত্য মথিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে।”[সূরা আল-বাক্বারা ২: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নশ্চয় আমি এটাকে (কুরআনকে) এক মুবারকময় রাততে নাযলি করছে; আর নশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাততে প্রত্যকে চূড়ান্ত নর্দিশে স্খরিকৃত হয়। আমাদরে পক্ষ থেকে নর্দিশে; আর নশ্চয় আমরা (রাসূলগণকে) প্রেরণকারী। ” [সূরা আদ-দুখান ৪৪: ৩-৫]

ওসলো বনি আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইব্রাহিম আলাইহিস সালামেরে সহফিগুলো (গ্রন্থগুলো) রমযানেরে মাসরে প্রথম রাততে নাযলি হয়েছে। রমযানেরে মাসরে ষষ্ঠ দিনে তওরাত নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ১৩ তম দিনে ইঞ্জিলি নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ১৮ তম দিনে যাবুর নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ২৪ তম দিনে কুরআন নাযলি হয়েছে।”[তবারানরি ‘আল-মুজামুল কাবরি’, মুসনাদে আহমাদ, আলবানি ‘সলিসলিা সহহি’ (১৫৭৫) গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘হাসান’ বলছেন]



তনি.

এ মাসে জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দিকরা হয়: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দিকরা হয়।”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন রহমতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শিকিল বন্দিকরা হয়।”[সুনানে নাসাঈ, আলবানি ‘সহিহুল জামি’ (৪৭১) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

সুনানে তরিমযি, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহিহ ইবনে খুযাইমা-র এক রওয়ায়তে এসছে যে, “রমযানেরে প্রথম রাত্ৰতি শয়তানগুলো ও উদ্যত জনিগুলোকে বন্দিকরা হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়; একটা দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, একটা দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এবং একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও। ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও। রমযানেরে প্রতিরাত্ৰে আল্লাহ অনেককে জাহান্নামেরে আগুন থেকে মুক্তদিনে।”[আলবানি ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৫৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

যদি কেউ বলেন যে, আমরা রমযান মাসেও অনেকে খারাপ কাজ ও গুনাহর কর্ম ঘটতে দেখি। যদি শয়তানগুলোকে বন্দিকরা হত তাহলে তো এসব ঘটত না?

জবাব হচ্ছ: যে ব্যক্তি সিয়ামেরে শর্তাবলি ও আদবগুলো রক্ষা করে তার ক্ষেত্রে গুনাহ কম হয়।

কথিবা হাদসি উদ্দেশ্য হচ্ছ- কিছু শয়তানকে বন্দিকরা হয়। তারা হচ্ছ উদ্যত শয়তানগুলো।

কথিবা হাদসি উদ্দেশ্য হচ্ছ- খারাপ কাজ কম হওয়া। এটি প্রতিরক্ষ বশিয। রমযান মাসে খারাপ কাজ অন্য সময়েরে চেয়ে কম হয়। আর সকল শয়তানকে বন্দিকরা হলেও খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একবোরো না ঘটা অনবির্ষ নয়। কেনো শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণেও পাপ কাজ ঘটে। যমেন- কলুষতি অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসের কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে।[ফাতহুল বারী (৪/১৪৫)]

চার.

এ মাসে অনেকে ইবাদত রয়ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ইবাদত এমন রয়ছে যগুলো অন্য সময়েরে নহে। যমেন: রোযা রাখা, কয়ামুল লাইল আদায় করা, খাবার খাওয়ানো, ইতকিফ করা, সদকা করা ও কুরআন তলোওয়াত করা।



আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাওফিকি দেন, আমাদেরকে সিয়াম পালন, কয়াম আদায়, নকে আমল করা ও বদ আমল বর্জনে সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা বশির্ব জাহানরে প্রতাপিলক আল্লাহর জন্য।